‘আলফিয়্যাতুল হাদিস’-এর বাংলা অনুবাদ

নবিজির হাদিসের দরসে

[প্রথম খণ্ড]

মূল

মাওলানা মনজুর নোমানী রহ.

তাহকিক (সংকলন)

শাইখ শুআইব আরনাউত রহ.

অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

উস্তাযুল হাদিস ও সিনিয়র মুফতি: জামিয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলুম,
মীরহাজিরবাগ (বড়বাড়ী), যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

নবিজির হাদিসের দরসে [প্রথম খণ্ড]

মূল : মাওলানা মনজুর নোমানী রহ.
অনুবাদ : সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
প্রুফ : মোহাম্মদ আল আমীন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৯৭-৯৯৫৩৪৩
www.pothikprokashon.com
www.facebook/pothikprokashon
Email: pothik1prokashon@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৪

২১শে বইমেলা পরিবেশক : প্রিতম প্রকাশ

প্রচ্ছদ : সিদ্দিক মামুন

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com
wafilife.com
boisodai.com
bookriver.com.bd
pothikshop.com
islamicshopdhaka.com

দুই খণ্ড একত্রে মূল্য : ১৬০০/-

অর্পণ

হাজারো বইয়ের ভিড়ে যারা মুক্তাসদৃশ নবিজির
পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য হাদিসের বই খুঁজে সংগ্রহ করে—
আমাদের এই ভালোবাসা তাদের জন্য।

সুবাসটুকু নিয়ো প্রিয়!

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা.....১১
অনুবাদকের কথা..... ১৩
হাদিসের কিছু পরিভাষা.....১৬

অধ্যায়: ইমান ও ইসলাম ১৮
ইসলাম, ইমান ও ইহসানের পরিচয়..... ১৮
ইসলামের রুকনসমূহ.....২৭
নবিজি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্যায়ন করা এবং তাঁর দ্বীন অনুসরণ করা ৩২
যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ইমান আনবে ও মুসলমান হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার ওপর জাহান্নাম হারাম হবে ৩৪
যে ব্যক্তি ইমানের স্বাদ পেয়েছে, সে ইমানের মিষ্টতা অনুভব করেছে.....৩৮
ইমান ও ইসলামের আলামত ও নিদর্শন ৪৩
ইমানের শাখা, স্বভাব, শর্ত ও ইমানের পূর্ণতা.....৪৪
কবিরা গুনাহ ও নিফাকের আলামত ৬২
ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা সম্পর্কে ৬৯

অধ্যায়: কবর, কিয়ামত ও আখেরাত ৭১
কবরের প্রশ্ন-উত্তর ও আজাব ৭১
কিয়ামত সংঘটন, শিঙায় ফুঁক, হাশর-হিসাবনিকাশ-মিজান-পুলসিরাত ইত্যাদি..... ৮২
হাউজে কাউসার ৯৬
নবি ও শহিদ ও অন্যান্য নেককারদের সুপারিশ প্রসঙ্গে.....১০১
কিয়ামতের দিন নবিজি সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠবেন; তিনি সুপারিশ করবেন, তার সুপারিশ কবুল করা হবে ১১৪
নবিজিকে উম্মতের জন্য নবিরূপে পাঠানো হয়েছে; তিনি সমস্ত নবিদের ইমাম, শেষ নবি ও সুপারিশকারী..... ১১৪
রবের দিদার..... ১২১

জাহান্নামের বর্ণনা ১২৪
জাহান্নামকে কুমন্ত্রণা আর জান্নাতকে কষ্ট দ্বারা বেষ্টন করা হয়েছে ১৩১
আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরা ও নবিজির পদাঙ্ক অনুসরণ করা..... ১৩৫
ইলমের ফজিলত, তালিবে ইলমের ফজিলত ১৪৪

অধ্যায়: পবিত্রতা..... ১৫৭
পবিত্রতার ফজিলত ও এ ব্যাপারে কঠোরতা..... ১৫৭
বাথরুমের পেশাব-পায়খানার যাবতীয় আদব ও শিষ্টাচার..... ১৬১
মিসওয়াকের ফজিলত ও তার বারাকাহ সম্পর্কে ১৭৪
মিসওয়াক করার সময়সমূহ ১৭৮

অধ্যায়: ওজু ১৮২
ওজু আবশ্যক হওয়ার কারণসমূহ ১৮২
ওজুর ফজিলত ও বরকতসমূহ..... ১৮৪
ওজুর বিবরণ..... ১৮৯
উত্তম ও পূর্ণভাবে ওজু করা..... ১৯৪
ওজু থাকার পরেও ওজু করার ফজিলত ১৯৮
ওজুর আদব ও শিষ্টাচার..... ১৯৮
মোজার ওপর মাসাহ ২০৭
ওজু ভঙ্গের কারণসমূহ ২০৯

অধ্যায়: গোসল ২১৪
গোসল ফরজ হওয়ার কারণসমূহ..... ২১৪
ঋতুমতী নারী ও জুনুবি ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে না এবং কুরআন তিলাওয়াত করবে না..... ২১৮
ইদ ও জুমআর দিনে গোসল করা ২২৪

অধ্যায়: তায়াম্মুম..... ২২৭
তায়াম্মুমের সূচনা ও হুকুম ২২৭
ফরজ গোসলের জন্য তায়াম্মুম ২৩১
তীব্র শীতের কারণে জীবননাশের ভয় থাকলে তায়াম্মুম করা..... ২৩৩

অধ্যায়: নামাজ..... ২৩৫
দ্বীনের মধ্যে নামাজের গুরুত্ব ও এ ব্যাপারে কঠোরতা..... ২৩৫
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় ২৪১
সময় থেকে দেরি করে নামাজ আদায় করা নিষেধ..... ২৪৯
যে নামাজের সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল বা নামাজের কথা ভুলে গিয়েছিল... ২৫২
যে সময়ে নামাজ আদায় করা নিষেধ ২৫২

অধ্যায়: আজান..... ২৫৫
আজান ও ইকামতের শব্দের সূচনা..... ২৫৫
আবু মাহজুরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবিজির আজান ও ইকামত শিক্ষাদান ও আজানের মাঝখানে জোরে বলার আদেশ করা..... ২৫৯
ইকামতের শব্দাবলি এক বার করে বলা..... ২৬২
দুবার করে ইকামতের শব্দাবলি বলা প্রসঙ্গে..... ২৬৩
আজান ও ইকামতের বিষয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা আদেশ করেছেন..... ২৬৩
সফরে আজান দেওয়া প্রসঙ্গে..... ২৬৬
ইমাম ও মুয়াজ্জিনের ফজিলত ২৬৭
আজানের জবাব ও তার ফজিলত..... ২৭০
আজানের পর যা বলা হবে..... ২৭১

অধ্যায়: মসজিদ..... ২৭৪
মসজিদের ফজিলত..... ২৭৪
মসজিদ নির্মাণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও সুগন্ধি ছড়ানো ২৭৭
মসজিদের আদব-আখলাক ২৭৮
নারীদের মসজিদে গমন প্রসঙ্গে..... ২৮৩
সুতরা সম্পর্কে ২৮৫

অধ্যায়: জামাআত ২৮৮
জামাআতে নামাজ আদায় করার ফজিলত ২৮৮
ওজরের কারণে জামাআতে উপস্থিত না হওয়ার অবকাশ..... ২৯১
জামাআতের শিষ্টাচার, যেমন—কাতার ইত্যাদি সোজা করা..... ২৯৩
প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার ফজিলত ২৯৮

অধ্যায়: ইমামতি ২৯৯
ইমামতির উপযুক্ত ব্যক্তি কে ২৯৯
ইমাম সাহেব হলেন দায়িত্বশীল, তিনি দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন ৩০১
ইমামের জন্য নামাজ বেশি দীর্ঘ না করা চাই..... ৩০১
ইমামের অনুসরণ করার আদেশ..... ৩০৪
নামাজের নিয়ম-কানুন প্রসঙ্গে..... ৩০৫
তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত কোথায় ওঠাবে ৩০৮
ডান হাত বাম হাতের ওপর বাঁধবে ৩১০
তাকবিরে তাহরিমার পর যা পাঠ করতে হবে..... ৩১১
নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা..... ৩১২
মুক্তাদির জন্য কিরাআত পাঠ না করা ৩১৫
ইমাম ও মুক্তাদি, সবাই নিচুস্বরে আমিন বলবে..... ৩১৮
সুরা ফাতিহার পর প্রথম দুই রাকাতে কিরাআত পাঠ করা.....৩২২
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমআর নামাজে নবিজির পঠিত কিরাআত..... ৩২৩
কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা; বেশি দীর্ঘ না করা ৩২৭
রুকু-সিজদায় যাওয়া ও ওঠা, এবং কিয়ামের সময় উভয় হাত ওঠানোর ব্যাপারে.....৩২৯
তাকবিরে তাহরিমা ব্যতীত অন্য সময় উভয় হাত না ওঠানো.....৩৩০
রুকু, সিজদা ও রুকু থেকে ওঠার সময় তাকবির বলা..... ৩৩১
রুকু ও সিজদা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করা..... ৩৩২
রুকু ও সিজদাতে যা পাঠ করা হবে.....৩৩৬
রুকু ও সিজদা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত নিষেধ..... ৩৪০
রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এবং দুই সিজদার মাঝে যা পাঠ করা যাবে ৩৪২
বৈঠক ও তাশাহহুদ পাঠ করা ৩৪৬
নামাজের মধ্যে নবিজির ওপর দুরুদ পাঠ করা..... ৩৪৯
নামাজের মধ্যে দুআ করা..... ৩৫২
নামাজ শেষে সালাম ফিরানো.....৩৫৩
সালাম ফিরানোর পর জিকির ও দুআ ৩৫৪
দুআতে হাত ওঠানো ও দুআর হাত কখনো ফিরে আসে না ৩৬২
নামাজের মধ্যে যা করা যাবে এবং যা করা যাবে না ৩৬৭

নামাজ অবস্থায় কালো দুটি জিনিস হত্যা করা ৩৭১
সামান্য কাজ নামাজ নষ্ট করে না ৩৭২
নামাজের মধ্যে তাসবিহ বলা ও তালি বাজানো..... ৩৭৫
ইমামের লুকমা দেওয়া..... ৩৭৬
নামাজের মধ্যে কথা বলা নিষেধ..... ৩৭৬
নামাজের মধ্যে হাই তোলা ৩৭৮
নামাজের মধ্যে হদস্ হওয়া..... ৩৭৯
পেশাব-পায়খানার চাপ নিয়ে নামাজ পড়া ৩৮০
নামাজে ভুল হলে সাহু সিজদা করা ৩৮১

অধ্যায়: মুসাফিরের নামাজ ৩৮৫
সফর অবস্থায় কসর নামাজ আদায় করা ৩৮৬
সফরে সুন্নত ও নফল নামাজ ৩৮৭
সফর অবস্থায় দুই ওয়াক্তকে একত্রে পড়া..... ৩৮৯
মুকিম অবস্থায় দুই নামাজ একত্রে আদায় করার বিধান ৩৯১

অধ্যায়: নফল নামাজ..... ৩৯২
নফলের মাধ্যমে ফরজ নামাজের ত্রুটি পূর্ণ করা হয়..... ৩৯২
পাঁচ ওয়াক্তের সুন্নত নামাজ..... ৩৯৩
ফজরের দুই রাকাত নামাজ সম্পর্কে..... ৩৯৬
জোহরের আগে ও পরে নফল নামাজ আদায় করা..... ৩৯৮
আসরের পূর্বে নফল নামাজ আদায় করা..... ৪০০
মাগরিবের পরে নফল নামাজ আদায় করা ৪০০

অধ্যায়: বিতরের নামাজ ৪০৩
বিতর নামাজের নির্দেশ ও এ ব্যাপারে কঠোরতা ৪০৩
বিতরের রাকাত সংখ্যা ৪০৬
বিতর নামাজ আদায় করার সময় ৪০৭
বিতর নামাজে কিরাআত পাঠ প্রসঙ্গে ৪০৯
বিতরের নামাজে দুআয়ে কুনুত পাঠ করা ৪১০
বিতরের পর দুই রাকাত নফল আদায় করা.....৪১৩

অধ্যায়: কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের নামাজ ৪১৫
তাহাজ্জুদের ফজিলত ও তাহাজ্জুদের প্রতি আগ্রহ হওয়া ৪১৫
তাহাজ্জুদের নামাজ ছুটে গেলে কাজা করা..... ৪২০
তাহাজ্জুদের রাকাত সংখ্যা ৪২২
তাহাজ্জুদের নামাজের ব্যাপারে নবিজির হেদায়াত ৪২২
সালাতুত দুহা বা চাশতের নামাজ..... ৪২৫

অধ্যায়: জুমআর নামাজ ৪২৯
জুমআর নামাজের ফজিলত..... ৪২৯
জুমআর নামাজের ব্যাপারে কঠোরতা ৪৩২
জুমআ ও জুমআর নামাজের ফজিলত..... ৪৩৫
জুমআর খুতবার বর্ণনা ৪৩৭
জুমআর আগে ও পরে নফল (সুন্নত) নামাজ আদায় করা ৪৪২

অধ্যায়: দুই ইদ ৪৪৫
দুই ইদের সূচনা..... ৪৪৫
ইদের দিনে উত্তম পোশাক পরিধান করা..... ৪৪৬
খুতবার আগে ইদের নামাজ আদায় করা..... ৪৪৮
আজান ও ইকামত ছাড়াই ইদের নামাজ আদায় করা ৪৪৮
ইদের আগে-পরে নফল নামাজ না পড়া..... ৪৪৯
ইদের নামাজের কিরাআত ৪৫০
সাদাকাতুল ফিতর ৪৫০
কুরবানি ও কুরবানির সাওয়াব..... ৪৫২
কোন কোন পশুর দ্বারা কুরবানি করবে না ৪৫৭
ইদের নামাজের পর কুরবানি করতে হবে..... ৪৫৮
জিলহজের প্রথম দশ দিনের ফজিলত ৪৫৯
সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামাজ..... ৪৬০
বৃষ্টিপ্রার্থনার নামাজ..... ৪৬৩
তওবা ও ইস্তিগফার নামাজ..... ৪৬৬
সালাতুল হাজতের নামাজ..... ৪৬৮
সালাতুল ইস্তিখারা..... ৪৭০
সালাতুত তাসবিহ..... ৪৭৩

প্রারম্ভিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। আমরা তাঁর ওপর ইমান এনেছি এবং তাঁর ওপর ভরসা করছি। আমাদের অন্তরের যাবতীয় কুমন্ত্রণা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার শক্তি কারও নেই। আবার তিনি যাকে বিপথগামী ও ভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়াত দিতে পারে না, সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তাঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে সঠিক দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, নিশ্চয় সে হেদায়াত ও সরল পথ প্রাপ্ত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করে, নিশ্চয় সে কেবল নিজেরই ক্ষতি করেছে। সে আল্লাহ তাআলার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর কৃতজ্ঞ বান্দাদের আল্লাহ তাআলা অচিরেই প্রতিদান দান করবেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সর্দার উম্মি নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এবং তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তানাদির ওপর রহমত নাজিল করুন— যেভাবে আপনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ওপর রহমত নাজিল করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মহাসম্মানি, মর্যাদাবান।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার সমস্ত কল্যাণ কামনা করি; নগদ-বাকি, জানা-অজানা সকল ধরনের কল্যাণ কামনা করছি এবং আমরা আপনার কাছে সকল ধরনের খারাবি ও অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এমনিভাবে নগদ-বাকি, জানা-অজানা সকল ধরনের অকল্যাণ থেকেও আশ্রয় কামনা করছি।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে ওই সকল মঙ্গল কামনা করি, যা আপনার বান্দা ও নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কামনা করেছেন; আর আমরা ওই সকল অমঙ্গল থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি, যা থেকে আপনার বান্দা ও নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানাহ চেয়েছেন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত এবং ওই সব কথা ও কাজ কামনা করছি, যা আমাদিগকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে; আর আমরা আপনার কাছে এমন কাজ ও কথাবার্তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যা আমাদের জাহান্নামি করে দেবে।

(হে আল্লাহ) আপনি আমাদের ব্যাপারে যেসকল ফায়সালা করেছেন, সেসবের মঙ্গল বিষয় আপনার কাছে কামনা করছি। আপনি সেই মঙ্গল ও কল্যাণ আমাদের শেষ পরিণাম করে দিন। হে সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, হে পরম দয়ালু রব, আপনি আমাদের এই আরজি-দুআ কবুল করুন। আমিন।

মনজুর নোমানী রহ.

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম প্রিয়তম হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাগণের ওপর। পাশাপাশি তাঁর প্রিয়জন ও প্রিয় আহবাবদের ওপর।

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। অনন্তকালের এক জীবন হলো পরকাল। দুনিয়া হলো পরকালের পাথেয় জোগাড় করার জায়গা। পরকালীন সুখ-দুঃখ নির্ভর করে দুনিয়ার কাজকর্মের ওপর। দুনিয়াতে যার আমল ভালো ও আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী হবে, পরকালে সে সফল ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে বিবেচিত হবে। বৈচিত্র্যময় এই দুনিয়া ও চাকচিক্যের এই মোহের জালে আটকে মুমিনরা কখনও আল্লাহকে ভুলে যায় না। মুমিন সবসময় দু জগতে সফল হওয়ার চেষ্টা করে। পার্থিব জীবন, পরকালের ভয়, তাকওয়া, চাল-চলন, আমল-আখলাক—সব যেন আল্লাহর মর্জি ও নবিজির সন্তুষ্টি মোতাবেক হয়, সেদিকে লক্ষ রাখে। এটাই মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আমাদের জীবনকে হাদিস মোতাবেক পরিচালিত করার লক্ষ্যে হাদিসের বিশাল ভান্ডার থেকে যাচাই-বাছাই করে এক হাজার হাদিসকে একটি মলাটে সংকলন করেছেন বিখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা মনজুর নোমানী রাহিমাহুল্লাহ। নাম দিয়েছেন—**আলফিয়্যাতুল হাদিস**। এই কিতাবে আদব-আখলাক, জিকির-আজকার, ইমান, আমল, নামাজ-রোজা, জাকাত, কুরবানি, দুআ ইত্যাদি সহ যাবতীয় বিষয়ের হাদিস সংকলিত হয়েছে। কালজয়ী এই গ্রন্থটি বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদরাসায় 'দরসে নিজামি' নামক শিক্ষা কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে পাঠদান করা হয়। আল্লাহর রহমতে ও প্রকাশকের ইচ্ছায় এই গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন করতে পেরেছি। আল্লাহ যেন এই গ্রন্থকে কবুল করেন এবং পাঠক-সমাদৃত করেন। পাশাপাশি এর উসিলায় যেন প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী চলতে পারেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারেন।

অনূদিত গ্রন্থে যেসব নীতিমালা অবলম্বন করা হয়েছে, তা নিচে দেওয়া হলো

১. অনুবাদ নির্ভুল, সহজ-সাবলীল হওয়ার জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।

২. হাদিসের অনুবাদের পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা যুক্ত করেছি। সেক্ষেত্রে আমরা *ফাতহুল বারি*, *মিরকাতুল মাফাতিহ*, *শরহে মুসলিম* (ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ কৃত), *মাজাহেরে হক* ও *ইরশাদুস সারি*-সহ হাদিসের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ সামনে রেখে ব্যাখ্যা যুক্ত করার চেষ্টা করেছি।

৩. হাদিসের তাখরিজ: আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর তাওফিকে আমরা প্রতিটি হাদিসের তাহকিক ও তাখরিজ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। হাদিসের তাখরিজের ক্ষেত্রে আমরা মাকতাবায়ে শামেলায় প্রত্যেকটা সার্চ করে হাদিসের মূল কিতাব থেকে আরবি ইবারত যুক্ত করেছি এবং হাদিসের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করেছি। কাজটি অত্যন্ত কষ্টের হলেও আল্লাহ-ই তাওফিক দিয়েছেন।

৪. সনদ ও হাদিসের মান-বর্ণনা: হাদিসের মান বর্ণনা করার ক্ষেত্রে *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিমের* যেসব হাদিস ***আলফিয়্যাতুল হাদিস*** নামক কিতাবে স্থান পেয়েছে, সেগুলোর মান-নির্ণয় যুক্ত করিনি। কারণ, *বুখারি* ও *মুসলিমের* হাদিস সর্বসম্মতিক্রমে সহিহ। তাই টীকাতে কেবল *বুখারি*, *মুসলিমের* তাখরিজ আছে; মান উল্লেখ করা হয়নি। এ ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাবে যেসব হাদিস রয়েছে, সবগুলোর মান সংকলন করে যুক্ত করে দিয়েছি।

যেসমস্ত হাদিস জয়িফ, সেসমস্ত হাদিসের রাবিদের নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন পড়ায় সেখানে মূল হাদিসের কিতাব থেকে পূর্ণ সনদ-সহ হাদিসটি যুক্ত করেছি এবং জয়িফ বা ত্রুটিযুক্ত রাবিকে আমি চিহ্নিত করে দিয়েছি। এ ছাড়া যেসব হাদিসের রাবির তেমন ত্রুটি নেই বা তাহকিক আমরা খুঁজে পাইনি, সেগুলো পূর্ণ সনদ ছাড়া কেবল শেষোক্ত রাবির নাম উল্লেখ করে সনদ ক্ষান্ত রেখেছি।

হাদিসের মান বর্ণনা করার ক্ষেত্রে *বুখারি* ও *মুসলিমের* বর্ণিত হাদিস ব্যতীত অন্যান্য প্রতিটি হাদিস শাইখ শুআইব আল-আরনাউত রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত নিচের কিতাবগুলো থেকে হাদিসের সনদ-সংক্রান্ত আলোচনা অনুসন্ধান করেছি:

১. সুনানু ইবনি মাজাহ। (মাকতাবায়ে শামেলা)
২. সুনানু আবি দাউদ। (মাকতাবায়ে শামেলা)
৩. মুসনাদু আহমাদ। (মাকতাবায়ে শামেলা)

এ ছাড়াও শাইখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের রাহিমাহুল্লাহর তাহকিককৃত *জামিউত তিরমিজি*র নুসখা (মাকতাবায়ে শামেলা), সেখান থেকে মাঝে মাঝে কয়েকটি যুক্ত করেছি। তবে তা বেশি না। আর যেসব হাদিসের তাহকিক আমরা শাইখ শুআইব আল-আরনাউত রাহিমাহুল্লাহর থেকে বর্ণিত পাইনি, তা সংকলকের মতো রেখে দিয়েছি। তবে কোথাও কোথাও রাবি নিয়ে নিরীক্ষণ করে কেবল তার ব্যাপারে রিজালের কিতাব থেকে আহলে ইলমদের মতামত যুক্ত করে দিয়েছি। তবে এর সংখ্যা নেহায়েত কম। এমনটা করার কারণ হলো, (আমার জানা মতে) *আলফিয়্যাতুল হাদিসে*র স্বতন্ত্র তাহকিক এ-যাবৎ কেউ করেনি, তাই আমরা নির্দিষ্ট কারও তাহকিক পাইনি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন। প্রিয় নবিজির প্রতিটি হাদিসকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন।

সবশেষে বলব—বইটি ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। যদি কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই পরিবর্তন করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা লেখক, প্রকাশক, আমাকে এবং প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। আমিন।

বিনীত

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজিরবাগ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
Saifullahalmahmud500@gmail.com

হাদিসের কিছু পরিভাষা

উলুমুল হাদিস আসলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর একটি শাস্ত্র। শাস্ত্রীয় আলাপ শাস্ত্রজ্ঞ ছাড়া বুঝা মুশকিল। তারপরেও আমরা পাঠকের সুবিধার্থে কয়েকটি পরিভাষা পাঠক-সমীপে পেশ করছি, যাতে সাধারণ পাঠক হাদিসের মানের ব্যাপারে কিছুটা ধারণা পেতে পারেন।

১. **সনদ:** সনদ হলো বর্ণনাসূত্র—যে সূত্রপরম্পরায় গ্রন্থ তার সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলা হয়। এতে স্তর অনুযায়ী হাদিস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

২. **মতন:** হাদিসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

৩. **মারফু:** যে হাদিসের সনদ (বর্ণনাপরম্পরা) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মারফু হাদিস বলে।

৪. **মাওকুফ:** যে হাদিসের বর্ণনাসূত্র ঊর্ধ্বদিকে সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদসূত্রে কোনো সাহাবির কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকুফ হাদিস বলে। এর অপর নাম 'আসার'।

৫. **মাকতু:** যে হাদিসের সনদ কোনো তাবিয়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতু হাদিস বলা হয়।

৬. **সহিহ:** যে মুত্তাসিল হাদিসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক বর্ণনাকারীই পূর্ণ আদালত ও যব্ত-গুণসম্পন্ন এবং হাদিসটি যাবতীয় দোষত্রুটি-মুক্ত, তাকে সহিহ হাদিস বলে।

৭. **হাসান:** যে হাদিসের কোনো বর্ণনাকারীর যব্তের গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান হাদিস বলা হয়। ফিকহবিদগণ সাধারণত সহিহ ও হাসান হাদিসের ভিত্তিতে শরিয়তের বিধান নির্ধারণ করেন।

৮. **জয়িফ:** যে হাদিসের বর্ণনাকারী কোনো হাসান হাদিসের বর্ণনাকারীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে জয়িফ হাদিস বলে।

৯. **জয়িফ জিদ্দান:** যে হাদিসটি দুর্বল হওয়ার একাধিক কারণ পাওয়া যায়, অথবা রাবি অত্যন্ত দুর্বল হয়, তাকে জয়িফ জিদ্দান বলা হয়।

১০. **মুনকার:** দুর্বল রাবি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য রাবির বিপরীত বর্ণনাকে মুনকার বলে।

১১. **মুবহাম:** যে হাদিসের সনদে কোনো একজন রাবিকে উল্লেখ করা হয়নি, তাকে মুবহাম বলে।

১২. **মু'দাল:** সনদে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বা তারও অধিক রাবি বিলুপ্ত হলে তাকে মু'দাল বলে।

১৩. **মুদাল্লাস:** যে হাদিসের রাবি নিজের প্রকৃত শাইখের নাম উল্লেখ না করে তার ওপরস্থ শাইখের নামে এভাবে বর্ণনা করেন, যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই ওপরস্থ শাইখের নিকট থেকে শুনেছেন—এরূপ হাদিসকে 'মুদাল্লাস' হাদিস, এরূপ করাকে 'তাদলিস', আর যিনি এইরূপ করেন তাকে 'মুদাল্লিস' বলা হয়।

১৪. **মুরসাল:** যে হাদিসে সাহাবির নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিয়ি সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছে, তাকে মুরসাল হাদিস বলে।

১৫. **মুনকাতি:** যে সনদের মধ্যভাগ থেকে একজন রাবি বা বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাবি বাদ পড়ে, তা-ই মুনকাতি।

১৬. **মাওজু:** যে হাদিসের বর্ণনাকারী জীবনে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে নবিজির ওপর মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদিসকে মাওজু হাদিস বলে।

***

❀

অধ্যায়: ইমান ও ইসলাম

ইসলাম, ইমান ও ইহসানের পরিচয়

عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»

[১] উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমরা একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তখন আমাদের সামনে

একজন ব্যক্তি এলো। যার পরনে ছিল ধবধবে সাদা পোশাক। মাথার চুল ছিল একবারে কালো। কিন্তু তার মধ্যে সফরের কোনো আলামত/নিদর্শন ছিল না। আবার আমাদের থেকে কেউ তাকে চিনতেও পারছিল না। আগন্তুক লোকটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুব কাছাকাছি এসে বসল। এরপরে সে তার দুই হাঁটু মিলিয়ে দুই হাত তার উরুর ওপর রেখে বলল, হে মুহাম্মাদ, আপনি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে সংবাদ দিন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উত্তরে বলতে লাগলেন, ইসলাম হলো তুমি এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। পাশাপাশি নামাজ কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে, রমজানের রোজা রাখবে। আর সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহর হজ করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তর শুনে আগন্তুক বলল, আপনি সত্য বলেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা আগন্তুকের এই কাজ দেখে অবাক হলাম, সে প্রশ্ন করছে আবার উত্তরের সত্যায়নও করেছে! আগন্তুক এবার বলল, আপনি আমাকে ইমানের ব্যাপারে অবহিত করুন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইমান হলো তুমি আল্লাহ তাআলার ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর নাজিলকৃত কিতাবের ওপর, তাঁর রাসুলগণের ওপর, পরকালের ওপর, তাকদিরের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। আগন্তুক বলল, আপনি সত্য বলেছেন। লোকটি নবিজিকে বলল, আপনি আমাকে ইহসানের ব্যাপারে অবহিত করুন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইহসান হলো: তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ; আর যদি তুমি আল্লাহকে না-ই দেখো, তাহলে মনে করবে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক বলল, আপনি আমাকে কিয়ামতের ব্যাপারে অবহিত করুন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশি কিছু জানে না। আগন্তুক বলল, তা হলে আপনি আমাকে কিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করুন। জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে এবং (এককালের) নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, দরিদ্র, বকরির রাখালদের বড় দালান-কোঠা নির্মাণের প্রতিযোগিতায় গর্ব-অহংকার করে লিপ্ত দেখতে পাবে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এরপরে আগন্তুক লোকটি চলে গেল। আমরা কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে উমর, জানো, আগত প্রশ্নকারী লোকটি কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো

জানেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি ছিলেন জিবরিল আলাইহিস সালাম। তিনি তোমাদের দ্বীন শেখানোর জন্য এভাবে এসেছেন।[১]

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ: طَلَعَ সে আগমন করল, সে আবির্ভূত হলো। ফেলে মাজির সিগাহ। أَثَر নির্দশন, আলামত। عَجِبْنَا আমরা অবাক হলাম, আমরা হতবাক হলাম। أَمَارَت লক্ষণ, আলামত। الْحُفَاة। নগ্ন পা, খালি পা; বহুবচন, একবচন الحافي।। الْعُرَاة বস্ত্রহীন; বহুবচন, একবচন: العاري।। الْعَالَة। ফকির, নিঃস্ব, গরিব; বহুবচন, একবচন العالي।। رِعَاء الشَّاءِ বকরির রাখাল, যে ছাগল লালন-পালন করে। رعاء রাখালগণ; বহুবচন, একবচন راعي।। مَلِيًّا কিছুক্ষণ সময়, লম্বা সময়, দীর্ঘ সময়।

রাবি পরিচিতি: উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। নাম: উমর, উপনাম: আবু হাফস, উপাধি: ফারুক। পিতার নাম: খাত্তাব। মায়ের নাম: হানতামা মতান্তরে খাতনা বিনতু হাশিম ইবনু মুগিরা। তিনি বিখ্যাত কুরাইশ বংশে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের ১৩ বছর পরে ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

নবিজির নবুওয়াতের ৫ম বা ৬ষ্ঠ বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আরকামের ঘরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের ৪০তম মুসলমান।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের পর হিজরি ১৩ সালে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার খেলাফতকালে পৃথিবীর অনেক দেশ মুসলমানরা জয় ও শাসন করেন। তিনি সর্বমোট ৫৩৯ টি হাদিস বর্ণনা করেন।

হিজরি ২৩ সালে ২৪ শে জিলহজ বুধবার মসজিদে নববিতে ইশা বা ফজরের নামাজের সময় মুগিরা ইবনু শুবা-এর গোলাম আবু লুলুর ছুরির আঘাতে জখম হন। এর তিন দিন পর তিনি শাহাদাতবরণ করেন। এই মহামানব পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পর পৃথিবী থমকে গিয়েছিল। অতঃপর সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমামতিতে তাঁর জানাজা সম্পন্ন হয়। এরপরে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু

[১]. সহিহ মুসলিম: ১।

আনহার অনুমতিক্রমে সিদ্দিকে আকবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

হাদিসে জিবরিল: এই হাদিসকে 'হাদিসে জিবরিল' তথা 'উম্মুস সুন্নাহ' বলা হয়। এই হাদিসের ব্যাপারে আল্লামা কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদিসকে উম্মুস সুন্নাহ বলা যেতে পারে, যেমন সুরা ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' বা কুরআনের মূল বলা হয়। কেননা, সুরা ফাতিহার মধ্যে যে-রকম আহকাম ও বিধিবিধানের সব বিষয় উল্লেখ আছে, তেমনই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতি জিন্দেগির ২৩ বছরের প্রায় সব বিধিবিধানই জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম এই হাদিসের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিখিয়েছিলেন।

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদিসে অনেক রকম জ্ঞান-বিজ্ঞান, আদব-শিষ্টাচার ও অনেক সূক্ষ্ম বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে; বরং এতে ইসলামের সব মৌলিক বিষয় উল্লেখিত হয়েছে।

হাদিসের প্রেক্ষাপট

আল্লামা মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের বলেছেন, তোমরা আমাকে কোনো বিষয় জিজ্ঞেস কোরো না। সাহাবিগণ এই হাদিস শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। তখন তাদের ভয়-ভীতি দূর করার জন্য আল্লাহর আদেশে জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম এভাবে আগমন করেন এবং সাহাবিদের সামনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

অন্য এক হাদিসে আছে, সাহাবিরা মনে মনে বলতেন, যদি কোনো গ্রাম্য লোক আসত, আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করত, তা হলে আমরা অনেক বিষয় জানতে পারতাম! তারপর জিবরিল আলাইহিস সালাম মুসাফির বেশে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন।

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, যখন এই আয়াত নাজিল হলো, 'হে ইমানদারগণ, তোমরা নবিজির আওয়াজের ওপর নিজেদের আওয়াজকে উঁচু কোরো না', তখন সাহাবিরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা একেবারেই বাদ দিয়ে দেন। এই প্রেক্ষাপটে জিবরিল আলাইহিস সালাম দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করার বৈধতা শিক্ষাদানের জন্য আগমন করেন।

ইসলাম কি এই পাঁচটি বিষয়ের সাথে সীমিত?

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের নাম। তা এই পাঁচটি বিষয়ের সাথে সীমিত না। তবুও পাঁচটি বিষয়ের সাথে সীমিত করা হয়েছে ব্যাপকার্থ হিসেবে; সীমাবদ্ধ হিসেবে নয়; বরং এখানে ইসলামের মৌলিক ও প্রসিদ্ধতমগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এই উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, ইসলামের বিভিন্ন রুকন আছে, তার মধ্যে একটি উল্লেখ করে সব শাখা হয়তো উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন শাহাদাতের কথা উল্লেখ করে আকিদাগত সব বিষয় উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমনিভাবে নামাজকে উল্লেখ করে নামাজের সব বিষয় উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এভাবে জাকাত উল্লেখ করে জাকাত, সাদাকাতুল ফিতর, কুরবানি এবং মালের সাথে সম্পৃক্ত সব বিষয় উদ্দেশ্য করা হয়েছে। [ফাতহুল মুলহিম: ১/৩৫৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَهُ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ، قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ، وَخَلَقَ الْأَرْضَ، وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا، وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا، قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا، قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: ثُمَّ وَلَّى، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ»

[৩] আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। তাই আমরা চাইতাম যে, গ্রাম থেকে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করুক এবং আমরা তা শুনব। তো একবার একজন গ্রামের লোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। নবিজিকে বললেন, হে মুহাম্মাদ, আমাদের কাছে আপনার প্রেরিত দূত/বার্তাবাহক দাবি করেছে যে, আপনি না-কি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল? আল্লাহ না-কি আপনাকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে। গ্রাম্য লোকটি তখন জিজ্ঞেস করল, আপনি বলুন তো, আসমান কে সৃষ্টি করেছেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মহান আল্লাহ। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মহান আল্লাহ। ফের জিজ্ঞেস করল, তাহলে পাহাড়-পর্বত কে স্থাপন করেছেন এবং তাতে যা আছে কে সৃষ্টি করেছেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা। এবার গ্রাম্য ব্যক্তি বলল, শপথ সেই সত্তার, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং এসব পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, আল্লাহ তাআলাই কি আপনাকে রাসুলরূপে প্রেরণ করেছেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।

সে বলতে লাগল, আপনার দূত দাবি করে যে, আমাদের ওপর না-কি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে, তা কি সঠিক? নবিজি বললেন, হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে। সে (আগন্তুক) বলল, সেই রবের কসম, যিনি আপনাকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন, তিনিই কি এমন আদেশ করেছেন? নবিজি বললেন, হ্যাঁ। গ্রাম্য ব্যক্তি বলল, আপনার দূত দাবি করে যে, আমাদের সম্পদের ওপর না-কি জাকাত আবশ্যক? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে। সে (আগন্তুক) বলল, সেই রবের কসম, যিনি আপনাকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন, তিনিই কি এমন আদেশ করেছেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহই আদেশ করেছেন। আগন্তুক আবার জিজ্ঞেস করল, আপনার দূত দাবি করে যে, আমাদের ওপর না-কি রমজানের রোজা আবশ্যক? (তা কি সঠিক?) নবিজি বললেন, হ্যাঁ, সে সঠিক বলেছে। লোকটি বলল, সেই রবের কসম, যিনি আপনাকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন, তিনিই কি এমন আদেশ করেছেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। আগন্তুক আবার জিজ্ঞেস করল, আপনার দূত দাবি করে যে, যদি সামর্থ্যবান হয় তাহলে আমাদের ওপর না-কি বায়তুল্লাহর হজ ফরজ? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।

এভাবে প্রশ্ন-উত্তর করার পর লোকটি চলে যেতে লাগল। যাওয়ার সময় সে বলতে বলতে গেল যে, আমি এর মধ্যে কোনো কিছু বৃদ্ধি করব না এবং কমতিও করব না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, যদি লোকটি সত্য কথা বলে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩]

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ: أهل البادية গ্রাম্য ব্যক্তি, বেদুইন। زَعَمَ সে মনে করল; ফেলে মাজির সিগাহ। وَلَّى চলে গেল, প্রস্থান করল, ফিরে গেল; ফেলে মাজির সিগাহ। لَا أَنْقُصُ আমি কমাব না, ত্রুটি করব না, কম করব না; যা শুনেছি, তা-ই আমল করব।

হাদিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অযথা প্রশ্ন করতে বারণ করা হয়েছিল, তাই সাহাবিরা নবিজির প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধার কারণে সাধারণ কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতেন না; বরং তারা কামনা করতেন যে, যদি অপরিচিত কোনো লোক আসত এবং নবিজিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করত, তাহলে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হতে পারতাম। তাই তো তার প্রশ্ন করার কারণে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার প্রশংসা করেছেন।

প্রশ্নকারী নবম হিজরিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রশ্ন করতে এসেছিলেন। তার নাম জিমাম ইবনু সালাবাহ। তিনি নজদ এলাকার বনু সাদ ইবনু বাকর গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি প্রথমে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। এরপরে আসমান, জমিন, পর্বত ও এর মাঝে যা আছে, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা কে তা জানতে চাইলেন। এরপর তিনি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসুল হিসেবে সত্যায়ন করলেন। তার প্রশ্ন ও তার প্রশ্নের বাচনভঙ্গি খুবই সুন্দর ও গোছালো ছিল। [ফাতহুল মুলহিম: ১/৩৪৮]

[৩]. সহিহ মুসলিম: ১২।

‘আমি এর মধ্যে কোনো কিছু বৃদ্ধি করব না এবং কমতিও করব না’—এ অংশের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যে বিধান শিক্ষা দিয়েছেন, আমি এর মধ্যে কোনো কম-বেশ করব না।

ফাতহুল মুলহিমের লেখক বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমি কোনো ফরজ বিধানকে কমাব না এবং এর সাথে কোনো নফলকে যুক্ত করব না। কিংবা তিনি শরিয়তের বিধানের সাথে কোনো বিদআতকে যুক্ত না করার ওয়াদা করেছেন। তা ছাড়া তিনি তার গোত্রের কাছে গিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য পৌঁছাতে বৃদ্ধি করবে না এবং কমতি করবে না বলে ওয়াদা করেছেন।

নবিজি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্যায়ন করা এবং তাঁর দ্বীন অনুসরণ করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

[৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই মহান রবের কসম, যার হাতে আমি মুহাম্মাদের জীবন, এই উম্মতের মধ্যে যে আমার নবুওয়াতের কথা শুনেছে, চাই সে ইহুদি হোক বা খ্রিষ্টান হোক, সে আমার নবুওয়াতের ওপর যদি ইমান না আনে, তাহলে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।[৪]

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ: أمة দল; একবচন, বহুবচন أمم। يَهُودِيٌّ ইহুদি। نَصْرَانِيٌّ খ্রিষ্টান, নাসারা। لَمْ يُؤْمِن সে ইমান আনবে না।

হাদিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করার পর অন্য যত ধর্ম আছে, সব ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই পরকালে সফলতার একমাত্র উপায় হলো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

[৪]. সহিহ মুসলিম: ১৫৩।

সাল্লামের আনীত দ্বীনের ওপর ইমান আনা এবং মনে-প্রাণে তা বিশ্বাস স্থাপন করে বাস্তব জীবনে আমলে পরিণত করা। নবিজির পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত কোনো বান্দা পরকালে মুক্তি পাবে না। যদি কেউ নবিজির আনীত দ্বীনের ওপর ইমান না আনে, তাহলে সে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামে পুড়বে। উপরোক্ত হাদিসে বিশেষ করে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তারা নবিজির আনীত দ্বীনের ওপর ইমান আনেনি এবং তারা নবিজির কথা মানেনি; তাই তারা সবাই কাফের। তাদের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করার আরেকটি কারণ হতে পারে যে, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে পূর্ববর্তী নবির উম্মতের দোহাই দিয়ে যাতে কোনো অনুনয় না করতে পারে, তাই আল্লাহ সে পথ দুনিয়ায় থাকতেই বন্ধ করে দিয়েছেন। অতএব, হাদিস থেকে বুঝা গেল, যারা ইসলামের দাওয়াত পৌঁছার পরেও অন্য ধর্মের ওপর অটল ছিল, নিশ্চিত তারা সবাই কাফের। [মাজাহেরে হক: ১/১৯০]

عبد الله بن مسعود قال جاء رجل الي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله. أرايت رجلا من النصاري متمسكا بالانجيل و رجلا من اليهود متمسكا بالتوراة يؤمن بالله ورسوله ثم لم يتبعك. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ لم يتبعني فهو في النار».

[৫] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কী বলেন, যে ইঞ্জিলের ওপর আমল করে, তাওরাত অনুযায়ী আমল করে এবং তার রাসুলের ওপর ইমান রাখে; কিন্তু সে আপনার দ্বীনের অনুসরণ করে না এবং আপনার অনুগত হয় না? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আমার কথা শুনেছে, চাই সে ইহুদি হোক বা খ্রিষ্টান, কিন্তু সে আমার অনুসরণ করেনি, সে জাহান্নামে যাবে।[৫]

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ: متمسكا যত্নবান হয়ে, রক্ষণশীল হয়ে। الانجيل আসমানি কিতাব ইঞ্জিল, যা নবি ইসা আলাইহিস সালামের ওপর নাজিল হয়েছে।

[৫]. আল-ইফরাদ, ইমাম দারাকুতনি; আল-ফাওয়াইদ: ১/২৫২।

হাদিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এই হাদিসটি আরও সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও পূর্ববর্তী রাসুলকেও বিশ্বাস করে, কিন্তু আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দ্বীনের অনুসরণ করে না, তাহলে সে নিশ্চিত কাফের; চাই সে ইহুদি হোক বা খ্রিষ্টান হোক। তারা সবাই জাহান্নামে যাবে। এমনকি তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের ওপর বিশ্বাস করলেও জাহান্নামে যাবে। কারণ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থাকাবস্থায় অন্য কোনো দ্বীনের পারমিশন আল্লাহ দেননি; বরং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাজিলকৃত কুরআনকে মানার ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা অনুযায়ী চলার আদেশ দিয়েছেন। এখান থেকে বুঝা যায় যে, ইহুদি-খ্রিষ্টান কাউকে বিয়ে করা শরিয়তসম্মত নয়। এমনকি বর্তমানে আহলে কিতাবি নামধারী যারা আছে, তাদেরও বিয়ে করা শরিয়তসম্মত নয়। কারণ তারা সবাই ইসলাম ধর্মের বাহিরে।

যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ইমান আনবে ও মুসলমান হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার ওপর জাহান্নাম হারাম হবে

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ النَّار»

[৬] উবাদাহ ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল, তার ওপর আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।[৬]

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ: شَهِدَ সে সাক্ষ্য দিল। حَرَّمَ তিনি হারাম করলেন। দুটোই ফেলে মাজির সিগাহ।

[৬]. সহিহ মুসলিম: ৪৭।

‘আলফিয়্যাতুল হাদিস’-এর বাংলা অনুবাদ

নবিজির হাদিসের দরসে

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল

মাওলানা মনজুর নোমানী রহ.

তাহকিক (সংকলন)

শাইখ শুআইব আরনাউত রহ.

অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

উস্তাযুল হাদিস ও সিনিয়র মুফতি: জামিয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলুম,
মীরহাজিরবাগ (বড়বাড়ী), যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

অধ্যায়: জানাজার নামাজ ও জানাজার আগে-পরের কাজসমূহ..... ১১
মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালিমার তালকিন করা এবং সুরা ইয়াসিন পাঠ করা.....১১
মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা এবং গালে থাপ্পড় মারা ও জামা ছেঁড়া নিষেধ ১৪
মৃতের ওপর সবর করা ও সাওয়াবের আশা করা.....১৬
সান্ত্বনা দেওয়ার ফজিলত ১৯
দ্রুত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা.....১৯
মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা ২০
বরই পাতার পানি দিয়ে কেন গোসল করানো হয় ২১
জানাজার অনুসরণ করা ও জানাজার নামাজ পড়ার ফজিলত ২৫
জানাজা দ্রুত নিয়ে যাওয়ার আদেশ ২৬
জানাজার নামাজে মৃতের জন্য দুআ করা.....২৭
জানাজা আদায়কারী মুমিনদের বড় দলের দুআ কবুল হয়..... ৩১
লাশকে কবরে রাখার নিয়ম ৩৩
দাফনের পর মৃতের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে যা পাঠ করা হবে.....৩৮
কবর নির্মাণ বা ভিত্তিস্থাপন করা, কবরের ওপর বসা ও এর ওপর নামাজ আদায় করা নিষেধ..... ৩৯
কবরবাসীকে সালাম দেওয়া ও কবর জিয়ারত প্রসঙ্গে ৪১

অধ্যায়: জাকাত.....৪৫
জাকাত ফরজ ও ইসলামের তৃতীয় রুকন ৪৮
জাকাত আদায় না করার পরিণাম..... ৫০
জাকাত মালকে পবিত্র করে এবং অবশিষ্ট সম্পদকে বর্ধিত করে.....৫১
জাকাতের নিসাব সম্পর্কে.....৫২

ব্যাবসায়িক সম্পদে জাকাত ওয়াজিব..... ৫৩
অলংকারের/স্বর্ণের জাকাত..... ৫৪
বছরের মাঝখানে অর্জিত সম্পদের জাকাত..... ৫৭
অগ্রিম জাকাত আদায় করার বিধান ৫৮
জাকাতের ব্যয়খাত ৫৯
যাদের জন্য জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ নয় ৬৩
যার জন্য সাহায্য চাওয়ার অবকাশ আছে আর যার জন্য সাহায্য চাওয়া নিষেধ ৬৬
ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকা..... ৬৭
স্বেচ্ছায় দেওয়া মাল গ্রহণ করা ৭৩
জাকাত ছাড়াও সম্পদে অন্য অধিকার আছে.....৭৪
আল্লাহর জন্য খরচ ও দান করার ফজিলত..... ৭৫
কোন ধরনের দান বেশি উত্তম ও বেশি সাওয়াবের.....৭৯
পরিবারের ওপর খরচ করা ও সাওয়াবের আশা রাখা.....৮০
আত্মীয়দের দান করা ও সম্পর্ক ঠিক রাখা ৮১
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদাকাহ করা..... ৮২

অধ্যায়: সিয়াম ৮৪
রমজানের ফজিলত..... ৮৫
রমজানের রোজার ফজিলত ও তারাবিহর ফজিলত..... ৯০
রোজাদারের প্রতিদান ও তার রবের কাছে তার বিশেষ উপহার.....৯১
রোজার পবিত্রতা রক্ষা করা ও গিবত-শেকায়েত, গুনাহ বর্জন করা..... ৯৩
রমজানের শেষ দশক ও লাইলাতুল কদরের রাত সম্পর্কে..... ৯৬
রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা ১০১
চাঁদ দেখে ইফতার করা ও রোজা রাখা.....১০৫
শাবান মাসের হিসাব রাখা ১০৬
সাক্ষ্যের মাধ্যমে চাঁদের প্রমাণ ১০৭
রোজার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া ও রমজানের আগে সন্দেহের দিনে রোজা রাখার বিধান.....১১০
সাহরি খাওয়া ও তার ফজিলত সম্পর্কে..... ১১২
দ্রুত ইফতার করা আর সাহরি শেষ সময়ে করা ১১৩
খেজুর দিয়ে ইফতার করার প্রতি উৎসাহ, আর কিছু না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করা ১১৫

ইফতার করার সময় দুআ পাঠ করা..... ১১৭
রোজা অবস্থায় ভুলক্রমে পানাহার করা..... ১১৮
ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃত রোজা ভঙ্গের কাফফারা ১১৯
রোজাদারের জন্য চুমু দেওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে..... ১২১
সফর অবস্থায় রোজা..... ১২৫

অধ্যায়: নফল রোজা.....১২৯
শাবান মাসে বেশি রোজা রাখা..... ১২৯
শাওয়ালের ছয় রোজা ১৩০
প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা রাখা..... ১৩১
আইয়্যামে বিজের রোজা ১৩৩
১০ই মুহাররম বা আশুরার রোজা..... ১৩৪
জিলহজের রোজা..... ১৩৬
আরাফার রোজা ১৩৭
সোম ও বৃস্পতিবারে নফল রোজা..... ১৩৮
ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহার দিনে রোজা রাখা নিষেধ ১৩৯
সাওমে বিসাল নিষেধ..... ১৪০
নফল রোজাদার তার নিজের ব্যাপারে স্বাধীন; চাইলে রোজা ভাঙতেও পারে ১৪১

অধ্যায়: হজ.....১৪৪
হজ পালনের ব্যাপারে কঠোরতা..... ১৪৫
হজের ফজিলত ও এর বরকত সম্পর্কে..... ১৪৯
ইহরাম বাঁধার স্থানসমূহ..... ১৫২
ইহরামের জন্য গোসল করা..... ১৫৩
ইহরাম অবস্থায় যেসব পোশাক পরিধান করতে পারবে আর যা পরিধান করা যাবে না..... ১৫৪
নারীদের ইহরাম ১৫৫
মুহরিমের তালবিয়া পাঠ..... ১৫৬
তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করবে..... ১৫৬
তালবিয়া পাঠ করার পর দুআ করা ১৫৭
মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফ করা ও হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা..... ১৫৮
তাওয়াফের সময় দুআ করা ১৬৩

উকুফে আরাফা ও মিনায় অবস্থান করা ১৬৪
মিনার দিনগুলোতে পাথর নিক্ষেপ করা ১৬৬
কুরবানি ও কুরবানির দিন..... ১৬৮
কুরবানির পর মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা..... ১৭০
কুরবানির গোশতের বিধান ১৭১
তাওয়াফে জিয়ারত ও তাওয়াফে বিদা..... ১৭৩
নবিজি ও সাহাবিদের বিদায়ি হজের বর্ণনা ১৭৪
কুরবানির দিনে নবিজির ভাষণ ১৮৬
আল্লাহর ঘর ও আল্লাহর ঘরের ফজিলত ১৮৭
মদিনার ফজিলত..... ১৯২
মসজিদে নববির ফজিলত..... ১৯৪
নবিজির কবর জিয়ারত প্রসঙ্গে ১৯৬

অধ্যায়: বিয়ে ও তার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি ২০১
বিয়ের ফজিলত ও তাতে আগ্রহী করা ২০২
দ্বীনদার নারীকে বিয়ে করার প্রতি উৎসাহ..... ২০৫
অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীদের বিয়ে করার উদ্দীপনার ব্যাপারে... ২০৮
বিয়ের ঘোষণা ও সাক্ষীর উপস্থিতি ২১০
বিয়ের খুতবা ২১৩
অল্প খরচের বিয়েতে বারাকাহ বেশি..... ২১৫
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমাকে যেসব উপঢৌকন দিয়েছেন..... ২১৫
ওলিমা বা বউভাত..... ২১৬

অধ্যায়: হালাল উপার্জন করা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকা..... ২২০
নিজ হাতে হালাল উপার্জন করা ও হারাম থেকে বেঁচে থাকা..... ২২০
ব্যাবসার মধ্যে ধোঁকাবাজির ব্যাপারে কঠোরতা ২২৪
সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীর ফজিলত ২২৫
ব্যাবসাতে নরম ও কোমল আচরণের ফজিলত..... ২২৫
শ্রমিকের পারিশ্রমিক ও তা দ্রুত আদায়ের নির্দেশ ২২৮

অধ্যায়: আদব-আখলাক, চরিত্রের গুণাবলি ২৩১
উত্তম চরিত্রের ফজিলত ২৩১

কোমল আচরণ ও উত্তম কথা বলা ২৩৩
দয়া ও কোমল আচরণ ২৩৬
দানশীলতা ও কৃপণতা..... ২৩৯
আল্লাহর জন্য ত্যাগ স্বীকার করা ২৪১
আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা প্রকাশ করা ২৪৩
যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবেসেছে, কিন্তু তাদের সাথে দেখা হয়নি ২৪৫
হিংসা, ঘৃণা ও অন্যের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করা নিষেধ ২৪৬
রাগ না করা সম্পর্কে ২৪৯
জবানের হেফাজত এবং পরনিন্দা ও অন্যের দোষচর্চা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা ২৫৬
অহংকার ও বিনয় ২৬০
সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও অঙ্গীকার পূরণ করা ২৬২
অল্পতুষ্টি, সবর ও পরমুখাপেক্ষিতা ২৬৪
লজ্জা-শরম সম্পর্কে..... ২৬৮
আল্লাহর ওপর ভরসা ও আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ..... ২৭০
ইখলাস ও নিয়ত এবং লোকদেখানো ও সুনামের জন্য আমল করা..... ২৭৫

অধ্যায়: সদ্ব্যবহার, সুসম্পর্ক ও আদাব-আখলাক..... ২৮১
পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার..... ২৮১
আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখার বিষয়ে ২৮৫
স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণ ২৮৭
প্রতিবেশীর হক ২৯১
ছোটরা বড়দের সম্মান করবে আর বড়রা ছোটদের স্নেহ করবে..... ২৯৪
স্বামীহারা নারী ও দরিদ্রদের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করা..... ২৯৫
এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের অধিকার..... ২৯৭
সৃষ্টিজীবের ওপর দয়া ও ইহসান করা..... ৩০১

অধ্যায়: আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের চিন্তা ইত্যাদি.....৩০২
আল্লাহর ভয় ও পরকালের চিন্তা ৩০২
মৃত্যুর স্মরণ ও এর প্রস্তুতি..... ৩১১

অধ্যায়: তাকওয়া ও আল্লাহর ভয়ভীতি ৩১৪
তাকওয়া..... ৩১৪
নবিজি ও সাহাবিদের আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া..... ৩১৭
দুনিয়ার প্রতি নিন্দা ও আখেরাতকে তুচ্ছ করে দেখা..... ৩২১
দুনিয়ার সম্পদের প্রতি মুহাব্বত..... ৩৩০
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের ও তাঁর পরিবারের জন্য দরিদ্রতা পছন্দ করা..... ৩৩৪
যে আল্লাহকে ভয় করে, সম্পদ তার জন্য ক্ষতিকর নয় ৩৩৯
দীর্ঘ হায়াত কল্যাণময়—যদি আমল ভালো হয়..... ৩৪১
নবিজির নাসিহা ও ওসিয়ত..... ৩৪৩

অধ্যায়: কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত ও আল্লাহর জিকির..... ৩৫১
কুরআনুল কারিম তিলাওয়াতের ফজিলত ৩৫১
কুরআন শেখা ও শেখানোর ফজিলত..... ৩৫২
কুরআন পাঠ ও কুরআনের ওপর আমলকারীর ফজিলত..... ৩৫৩
কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার ফজিলত ও আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান..... ৩৫৪
কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করলে দিলের জং দূর হয় ৩৫৬
সুরা আল-ফাতিহার ফজিলত..... ৩৫৭
সুরা আল-বাকার ফজিলত..... ৩৫৮
দুটি উজ্জ্বল সুরা—সুরা আল-বাকারা ও আলি ইমরানের ফজিলত ৩৫৯
সুরা কাহফের ফজিলত..... ৩৬১
সুরা ইয়াসিনের ফজিলত ৩৬১
সুরা ওয়াকিয়ার ফজিলত..... ৩৬২
সুরা মুলকের ফজিলত..... ৩৬৩
সুরা আলার ফজিলত..... ৩৬৪
সুরা তাকাসুরের ফজিলত ৩৬৫
সুরা জিলজাল, সুরা কাফিরুন, সুরা ইখলাসের ফজিলত ৩৬৫
সুরা নাস ও ফালাকের ফজিলত..... ৩৬৭
আয়াতুল কুরসির ফজিলত..... ৩৬৯
সুরা আল-বাকারা ও সুরা আলি ইমরানের শেষ আয়াতের ফজিলত.... ৩৭০
আল্লাহর জিকিরের ফজিলত ও জিকিরকারীদের সম্মান-মর্যাদা ৩৭২
জিকিরের বাক্যসমূহ..... ৩৭৬

উত্তম জিকির.....৩৮০
কালিমাতুত তাওহিদের ফজিলত ৩৮২
তাওয়াক্কুলের বাক্য: লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ.....৩৮৩
আসমাউল হুসনা বা আল্লাহর নিরানব্বই নাম..... ৩৮৪
আল্লাহর মহান নামের ফজিলত ৩৮৭

অধ্যায়: দুআসমূহ.....৩৯০
দুআর ফজিলত ৩৯৪
মাকবুল দুআসমূহ..... ৩৯৯
দুআর আদবসমূহ.....৪০২
মৃত্যুর জন্য দুআ না করা এবং সম্পদ ও সন্তানাদির ওপর বদদুআ না করা ৪০৬
নামাজের মধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব দুআ পাঠ করতেন ৪০৮
সালাম শেষে নবিজি যে দুআ পাঠ করতেন ৪১৩

অধ্যায়: নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণাঙ্গ দুআসমূহ.....৪১৭
নবিজির দুআ..... ৪১৭
সকাল-সন্ধ্যার দুআ..... ৪২৭
রাত্রে বিছানায় শয়ন করার দুআ ৪৩২
ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে যে দুআ পাঠ করবে ৪৩৮
ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যে দুআ পাঠ করবে..... ৪৩৯
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআ ৪৪২
মজলিস শেষ করে ওঠার দুআ ৪৪৪
বাজারে প্রবেশ করার দুআ.....৪৪৬
দাওয়াত খাওয়ার পর দুআ..... ৪৫০
নতুন পোশাক পরিধান করার দুআ ৪৫৩
বিবাহ করার সময়কার দুআ.....৪৫৪
নবদম্পতির জন্য দুআ.....৪৫৫
স্ত্রীর সাথে সহবাস করার দুআ ৪৫৬
সফরে বের হওয়া ও সফর থেকে ফিরে আসার দুআ ৪৫৭
কোথাও মঞ্জিল করার দুআ.....৪৫৯
সফরকারী ব্যক্তির জন্য উপদেশ চাওয়া, তাদের জন্য উপদেশ দেওয়া...৪৫৯

সফরকালে কোনো গ্রামে প্রবেশ করার ইচ্ছা করলে যে দুআ পাঠ করবে৪৬০
শত্রুদের ভয় হলে যে দুআ পাঠ করবে ৪৬১
ঋণ আদায়ের দুআ ৪৬৪
রাগের সময় যে দুআ পাঠ করবে..... ৪৬৫
রোগীর জন্য দুআ পাঠ করা ৪৬৬
হাঁচি ও হাঁচিদাতার জবাবে দুআ পাঠ করা..... ৪৬৭
বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমকানোর সময়কার দুআ ৪৬৮
প্রবল বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময়কার দুআ ৪৬৯
বৃষ্টি-বাদলের সময়কার দুআ ৪৭০
বৃষ্টির জন্য দুআ ৪৭১
নতুন চাঁদ দেখার দুআ ৪৭১
লাইলাতুল কদরের দুআ..... ৪৭২
আরাফার দিনের দুআ ৪৭২
বিপদ-আপদ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দুআ..... ৪৭৪
গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করা ও তওবা করা ৪৭৮
তওবা ইস্তিগফারের বিশেষ বাক্যসমূহ ৪৮৪
নবিজির ওপর দুরুদ ও সালাম পেশ করা সম্পর্কে ৪৮৮
নবিজির ওপর দুরুদ পাঠের শব্দসমূহ..... ৪৯২

❀

অধ্যায়: জানাজার নামাজ ও জানাজার আগে-পরের কাজসমূহ

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালিমার তালকিন করা এবং সুরা ইয়াসিন পাঠ করা

عن أَبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»

[৪৬৩] আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের মৃত্যুমুখী ব্যক্তিদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তালকিন করাও—স্মরণ করিয়ে দাও।[১]

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ: لَقِّنُوا তোমরা শিক্ষা প্রদান করো। আমরের সিগাহ। مَوْتَاكُمْ তোমাদের মৃতদের (মুমূর্ষুদের)।

হাদিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: তোমরা মৃত্যুমুখী ব্যক্তির সামনে কালিমা তাওহিদ এমনভাবে উচ্চারণ করে পাঠ করো, যাতে মুমূর্ষু ব্যক্তি তা শুনতে পারে এবং তোমাদের কালিমা শুনে সে কালিমা পড়তে পারে। কারণ, যার শেষ কথা কালিমা হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দান করবেন। এইজন্য উলামায়ে কেরাম বলেন, মৃত্যুমুখী ব্যক্তিকে কালিমার তালকিন করা মুস্তাহাব। তবে মালেকি মাজহাবের কেউ কেউ বলেন, মৃত্যুমুখী ব্যক্তিকে কালিমার তালকিন করা ওয়াজিব। [মিরকাতুল মাফাতিহ]

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালিমা তালকিনের রহস্য হলো—তালকিনের কারণে যাতে তার মন আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। আর যদি সে কালিমা পাঠ করতে পারে, তাতে

[১]. সহিহ মুসলিম: ২১২৩।

তার ইমান আরও শানিত হয়। আর যাতে সে অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। [মাআরিফুল হাদিস: ৩/৩২৪–৩৫]

عن معاذرضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ آخِرَ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ»

[৪৬৪] মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—কালিমা হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২]

হাদিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে, যার শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসবে, তখন তাকে চিত করে শুইয়ে দেবে। কিবলামুখী করে তার মুখ রাখবে। মাথাটা একটু উঁচু করে দেবে, যাতে চেহারাটা আরও কিবলামুখী হয়ে যায়। তার পাশে বসে সশব্দে কালিমা পাঠ করবে। কারণ, হতে পারে পাশের লোকদের কালিমা পাঠ শুনে সে-ও কালিমা পাঠ করবে। তবে কালিমা পাঠ করার জন্য তাকে কোনো আদেশ করা যাবে না। কারণ, এই সময়টা খুবই সংকটপূর্ণ। মুখ তখন কী বলে ফেলে, তার কোনো ঠিক নেই। [আল-বাহরুর রায়েক: ২/১৮৪]

সে যদি এক বার কালিমা পড়ে ফেলে, তাহলে চুপ হয়ে যাবে। তার মুখ দিয়ে অবিরাম কালিমা উচ্চারণ করানোর চেষ্টা করবে না। তবে কালিমা পাঠ করার পর যদি আবার দুনিয়াবি কোনো কথা বলে ফেলে, তাহলে আবার পড়তে শুরু করবে। আবার যদি সে কালিমা পড়ে নেয়, তাহলে আবার চুপ হয়ে যাবে।

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহকে মৃত্যুর আগে বারবার তালকিন করা হলে তিনি বলেন, আমি যখন এ বাক্য বলেছি, তখন অন্য বাক্য বলার আগে আমার অটলতা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। [ফাতহুল মুলহিম: ২/৪৬৫]

মাসআলা: কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক করে দাও। চোখ বন্ধ করে দাও। মুখ যাতে হাঁ না করে থাকে, সে কারণে চিবুক এবং মাথার সঙ্গে এক

[২]. সুনানু আবি দাউদ: ৩১১৬; মুসনাদু আহমাদ: ২১৫২৯। হাদিসের মান: সহিহ। সনদ হাসান। অন্য হাদিসের মাধ্যমে শাওয়াহেদ পাওয়া যায়। তাহকিক: শাইখ শুআইব আল-আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ।

টুকরো কাপড় দিয়ে মুখ বেঁধে দাও। পা যাতে একত্রে থাকে, সে কারণে উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি একত্র করে দাও। এরপরে সারা শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। [বেহেশতি জেওর: ২/১৪৭]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الْمَرْوَزِيُّ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ.

[৪৬৫] মাকিল ইবনু ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তির সম্মুখে সুরা ইয়াসিন পাঠ করো।[৩]

হাদিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হাদিসে মৃত ব্যক্তি বলতে মুমূর্ষু ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে। সুরা ইয়াসিন পাঠ করলে মৃত্যুর কষ্ট দূর হয় এবং মৃত্যুর ভয়াবহতা হালকা হয়। তার শিয়রে বা তার পাশে কোথাও বসে সুরা ইয়সিন পাঠ করে দিলে আল্লাহ তার ওপর মৃত্যুর সহজতা দান করবেন। আল্লামা তিবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির শিয়রে সুরা ইয়াসিন পাঠ করার রহস্য আল্লাহই ভালো জানেন।

কেউ কেউ বলেন, মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পাশে বসে সুরা ইয়াসিন পড়লে ইমানের নুর তৈরি হয়, ফলে সে ইমান এনে মৃত্যুবরণ করতে পারে।

কতক আলেম বলেন, হাদিসে মৃত ব্যক্তি দ্বারা মুমূর্ষু উদ্দেশ্য নয়, বরং মৃত ব্যক্তিই (লাশ) উদ্দেশ্য। কেননা, হাদিসে মৃত ব্যক্তির কবর জিয়ারত করলে মৃত ব্যক্তির কবরের আজাব সহজ করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, এই মৃত দ্বারা মৃত ব্যক্তিও উদ্দেশ্য হতে পারে। [মাজাহেরে হক]

[৩]. সুনানু আবি দাউদ: ৩২১। হাদিসের মান: সনদ জয়িফ। কারণ সনদে আবু উসমান ও তার পিতা উভয় জন মাজহুল রাবি। তাদের পরিচয় জানা যায় না। সনদে বর্ণিত উসমান—উসমান আন-নাহিদ নয়; অন্য উসমান। আরও বর্ণিত হয়েছে—সুনানু ইবনি মাজাহ: ১৪৪৮; মুসনাদু আহমাদ: ২০৩০১। তাহকিক: শাইখ শুআইব আল-আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ।

মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা এবং গালে থাপ্পড় মারা ও জামা ছেঁড়া নিষেধ

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عِندَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ.

[৪৬৬] উম্মে আতিয়্যাহ নুসাইবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাইয়াত গ্রহণকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমরা মৃতদের জন্য বিলাপ করে কান্না করব না।[৪]

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ: لاَ نَنُوح আমরা বিলাপ করব না।

হাদিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উম্মু আতিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হলেন নুসাইবা বিনতু কাব। কেউ কেউ বলেন, তিনি হলেন বিনতু হারিস আল-আনসারিয়্যাহ। তিনি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণের পর অসুস্থদের সেবা করতেন এবং আহতদের চিকিৎসার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি খুবই কর্মপরায়ণা নারী ছিলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের থেকে এই ওয়াদা নিয়েছেন, তারা যেন মৃতদের জন্য বিলাপ করে কান্না না করে। মৃতের জন্য সাধারণ কান্না করা জায়েজ, তবে বিলাপ করে কান্না করা নিষেধ। এই কাজ বেশি নারীরা করে থাকে, তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের থেকে এই ওয়াদা নিয়েছেন।

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»

[৪৬৭] ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (দুঃখের সময়কালে) যে গালে থাপড়ায়, কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলি যুগের মতো চিৎকার করে ডাকাডাকি করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৫]

---

[৪]. সহিহ বুখারি: ১৩০৬; সহিহ মুসলিম: ২১৬৩।

[৫]. সহিহ বুখারি: ১২৯৮; সহিহ মুসলিম: ২৮৫।

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ: الخُدُود। গালসমূহ; বহুবচন, একবচন خد। شَقَّ সে ছিঁড়ে ফেলল। الجُيُوب। জামা-কাপড়; বহুবচন, একবচন جيب। এই শব্দের মূল অর্থ হলো, পকেট। জামার মধ্যে যেহেতু পকেট থাকে, সেই হিসেবে পকেট বলে জামা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হাদিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: শাইখ উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসের সারাংশ হলো—যদি তবিয়তগত কারণে এমনিতে মৃতের জন্য কান্না করে এবং শোক পালন করে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু বিলাপ করা, গালে থাপড়ানো, চুল ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি কাজ অবশ্যই বর্জনীয় ও হারাম। [শরহু রিয়াদুস সালিহিন, শাইখ উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ]

মৃতের জন্য চোখের অশ্রু ঝরানো জায়েজ; কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু চিৎকার ও শরিয়াহবিরোধী কোনো কাজ করা যাবে না। নবিজি সেটাই বুঝাতে চেয়েছেন। মানে—মাতমবিহীন অশ্রু ঝরাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু মুখ দিয়ে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে ক্রন্দন করা ও কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফেলা জাহিলি যুগের রীতি, তাই এসব করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। কেউ কেউ বলেন, যদি মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন তার জন্য শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ করে বিলাপ করে, তাহলে এর কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি প্রদান করা হয়। তবে সঠিক মতামত হলো—তার পরিবারের শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ করার কারণে তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয় না। তবে যদি সে তাদেরকে বিলাপ ও শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ করার ওসিয়ত করে যায়, তাহলে তাকে কবরে শাস্তি প্রদান করা হয়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরিয়তসম্মতভাবে কান্না করতেন; তবে তিনি হাউমাউ করে কান্না করতেন না। তিনি প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় অশ্রু ঝরিয়েছেন। হাদিসে এসেছে:

উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর কোনো এক মেয়ের সন্তানকে নিয়ে আসা হলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ থেকে পানি প্লাবিত হতে লাগল। সাদ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এটা কেন? (কান্না করছেন যে?) তিনি

বললেন, এটা এক ধরনের মায়া, যা আল্লাহ বান্দাদের অন্তরে ঢেলে দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ তাঁর দয়ার্দ্র বান্দাদের প্রতি দয়া করে থাকেন।[৬]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পুত্র ইবরাহিম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে গেলেন। ইবরাহিমকে দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুচোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। আবদুর রহমান ইবনু আউফ তাঁকে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনিও কান্না করছেন! নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে ইবনু আউফ, এটা এক ধরনের মায়া। নবিজি আবারও কাঁদলেন, অতঃপর বললেন, অশ্রু প্লাবিত হচ্ছে, আর অন্তর বিমর্ষ হয়েছে; কিন্তু আমরা কেবল আমাদের রবের সন্তুষ্টিমূলক কথা বলব। হে ইবরাহিম, আমাদের অন্তর তোমার বিরহ-বেদনায় পুড়ছে।[৭]

মৃতের ওপর সবর করা ও সাওয়াবের আশা করা

عن أَبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يقولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي المُؤمِن عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْل الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الجَنَّةَ»

[৪৬৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, যখন আমার কোনো বান্দার কোনো আপনজনকে দুনিয়া থেকে কেড়ে নিয়ে আসি, আর আমার বান্দা তাতে সবর করে এবং সাওয়াবের আশা রাখে, তখন জান্নাত ছাড়া আর কিছুই তার বিনিময় হয় না।[৮]

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ: صَفِي খাঁটি বন্ধু, আপনজন; একবচন, বহুবচন أصفياء।

হাদিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: যদি কারও আপনজনকে আল্লাহ কেড়ে নেন, আর সে এ কারণে আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশায় সবর করে, তাহলে আল্লাহ তাকে এই সবরের বিনিময়ে অনেক প্রতিদান দান করেন। এমনকি তার এই

[৬]. সহিহ বুখারি: ১২৮৪; সহিহ মুসলিম: ২১৩৫।
[৭]. সহিহ বুখারি: ১৩০৩; সহিহ মুসলিম: ৬০২৫।
[৮] সহিহ বুখারি: ৬৪২৪।

সবরের ওপর আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দেন, যার নাম রাখেন—'বায়তুল হামদ' বা 'প্রশংসার বাড়ি'। হাদিসে এসেছে—আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কারও সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে নিয়ে এসেছ? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা কি তার কলিজার টুকরাকে কেড়ে নিয়ে এসেছ? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। তারপর আল্লাহ আবার বলেন, আমার বান্দা তখন কী বলেছে? তাঁরা বলেন, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দাও। তার নাম রাখো—'বায়তুল হামদ' (প্রশংসার বাড়ি)।[৯]

উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসিবতে পতিত হয়ে এই দুআ পাঠ করবে:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيرًا مِنْهَا.

'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসিবাতী ওয়াখলুফলি খাইরাম মিনহা।'

'আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাব। হে আল্লাহ, আপনি আমার এই মুসিবতে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং সেখানে উত্তমটা ফায়সালা করে দিন।'

উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আবু সালামাহ যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তখন নবিজির শেখানো দুআ অনুযায়ী দুআ পাঠ করলাম। ফলে আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম বিনিময়রূপে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (স্বামীরূপে) দান করলেন।[১০]

[৯] জামিউত তিরমিজি: ১০২০। হাদিসের মান: হাসান। তাহকিক: শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসটি হাসান, কিন্তু সনদ জয়িফ। তাহকিক: শাইখ শুআইব আল-আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ।

[১০]. সহিহ মুসলিম: ২১২৮।